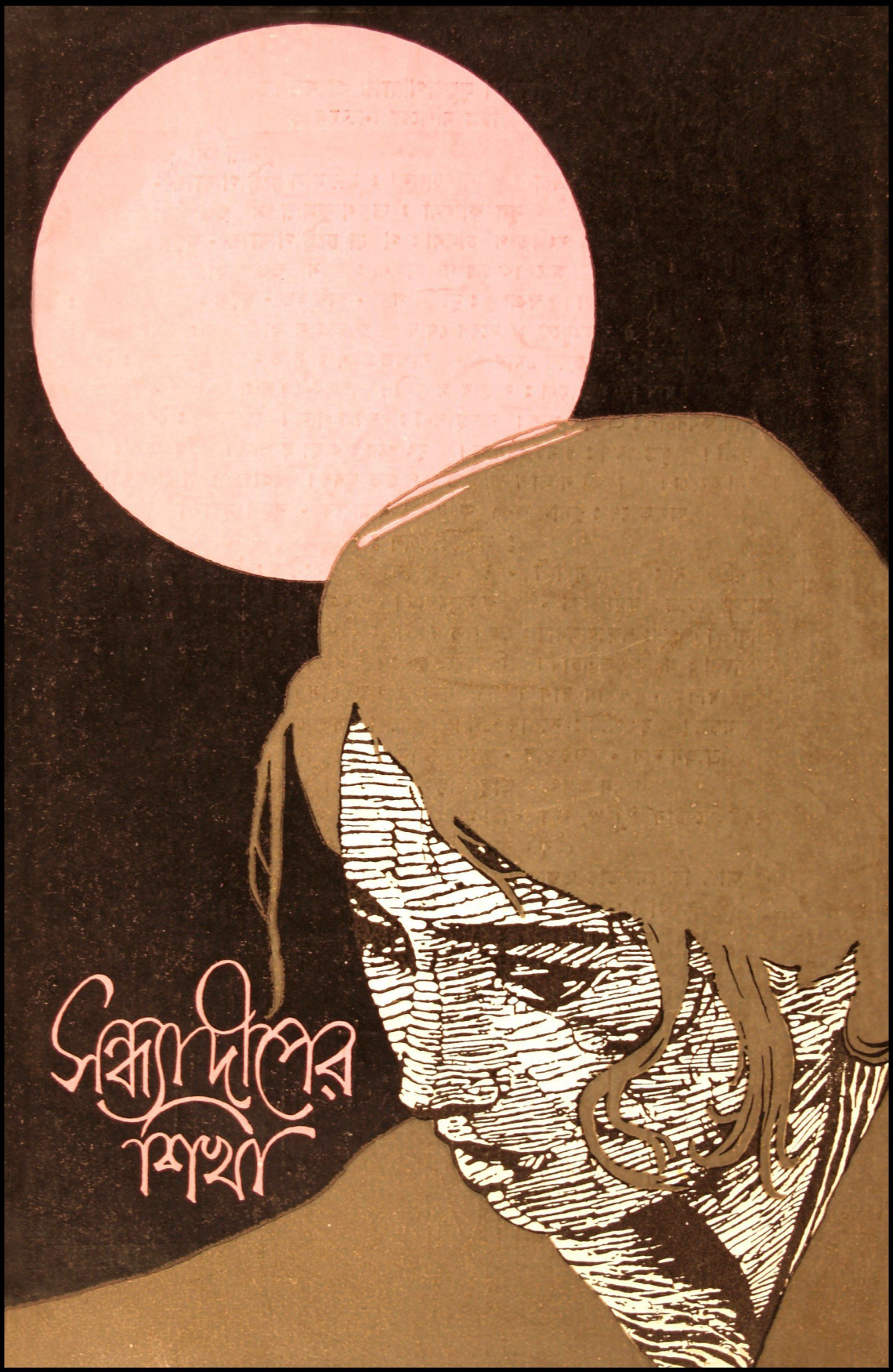

সন্ধ্যাদীপের
শিখা

সন্ধ্যা দীপের শিখা

দিলীপ মুখোপাধ্যায় প্রযোজিত

চিত্র মন্দিরের নিবেদন

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **হরিদাস ভট্টাচার্য**

মূল কাহিনী : **তরুণ কুমার ভাদুড়ী**

সংগীত পরিচালনা : **পবিত্র চট্টোপাধ্যায়**

আলোকচিত্র পরিচালনা : অনিল গুপ্ত

চিত্রগ্রহণ : জ্যোতি লাহা। শব্দগ্রহণ : নৃপেন পাল • বাণী দত্ত • অতুল চট্টোপাধ্যায়

ঐ বহিঃদৃশ্যে : দেবেশ ঘোষ ও সুজিত সরকার

পুনঃ শব্দযোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ। সংগীতগ্রহণ : সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ও শ্যামসুন্দর ঘোষ। সম্পাদনা : সন্তোষ গাঙ্গুলী। শিল্প-নির্দেশ : সুনীল সরকার

প্রধান কর্মসচীব : প্রভাত দাস। ব্যবস্থাপনা : সন্দীপ পাল। রূপসজ্জা : শৈলেন গাঙ্গুলী। দৃশ্যঅঙ্কণ : রামচন্দ্র সিন্ধে। মৃৎশিল্পে : প্রহ্লাদ পাল। স্থিরচিত্র : এডনা লরেঞ্জ। হিন্দী সংলাপ ও গীত : পণ্ডিত ভূষণ। প্রচার : বাগীশ্বর ঝা

অলঙ্করণে : কুনাল কর। কণ্ঠদান : মান্না দে • সন্ধ্যা মুখার্জী

ঃ সহকারীগণ ঃ

পরিচালনা : সুশীল মুখার্জী • রবীন মুখার্জী। সংগীত : শৈলেশ রায়। আলোকচিত্রে : দুর্গা রাহা • ফটিক মজুমদার। শব্দগ্রহণ : অনিল নন্দন • ঋষি ব্যানার্জী। পুনঃ শব্দযোজনায় : জ্যোতি চ্যাটার্জী • এডেল • ভোলানাথ সরকার

সম্পাদনা : অরবিন্দ ভট্টাচার্য। শিল্প-নির্দেশে : রবি দত্ত। ব্যবস্থাপনা : কেষ্ট দে বিজয় দাস • যতীন দাস। রূপসজ্জা : পঞ্চু দাস। সাজসজ্জা : গণেশ মণ্ডল। মৃৎশিল্পে : সন্তোষ শীল। আলোক সম্পাতে : দুঃখীরাম নস্কর • ব্রজেন দাস • কেষ্ট দাস • রাম খিলান • মঙ্গল সিং • বেনু ধর • জগন ভগৎ • ডাবু গাঙ্গুলী ও আরো অনেকে।

নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিও, ক্যালকাটা মুভিটোন, ষ্টুডিও সাপ্লাই কো-অপারেটিভ ও টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে গৃহীত।

আর. বি. মেহতার তত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাঃ প্রাঃ লিঃ এ পরিস্ফুটিত

সহকারী : অবনী রায় • তারাপদ চৌধুরী • মোহন চ্যাটার্জী

আবহ সংগীত : সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা। পরিচয় লিখন : দিগেন ষ্টুডিও

পরিবেশনা : **মিতালী ফিল্মস্ প্রাইভেট লিঃ**

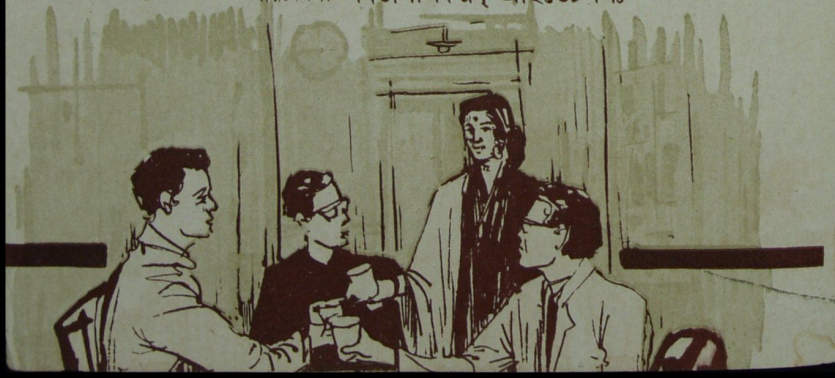

প্রধান ভূমিকায়—

সুচিত্রা সেন

অন্যান্য ভূমিকায়—

বিকাশ রায় • অনিল চট্টোপাধ্যায় • দিলীপ মুখোপাধ্যায় • বীরেশ্বর সেন সুব্রত সেন শর্মা • কমল মিত্র • রথীন ঘোষ • সুশীল দাস • অর্দ্ধেন্দু ভট্টাচার্য নির্মল ঘোষ • জগীন্দর সিং • কুমুদরঞ্জন • রবীন মুখার্জী • সুকুমার মুখার্জী সুনীত মুখার্জী • রঘুনাথ কয়াল • অনিল বাগ • সুবল দত্ত • এন. ডি, গোস্বামী ওংকার রায় • রণজিৎ রায় • রামচন্দ্র আঁসু • নিতাই সরকার • কল্যান মজুমদার মণি দাশগুপ্ত • অনিল দে • নিরঞ্জন চৌধুরী • জগৎ চক্রবর্তী • সুনীল দাশগুপ্ত শিবনাথ সান্যাল • সমরেশ শেঠ • প্রভাত সরকার • শিশির কুমার • শিবু দত্ত মতিলাল রায় • অমল ঘোষ • অজিত গুপ্ত • কাজি সব্যসাচি • বল বাহাদুর

রমা মিশ্র • গীতা প্রধান • লীলা লামা • সুভদ্রা • পারুল • মঞ্জু • মিসেস ডায়াস • শিপ্রা • ছবি • জয়শ্রী ও আরো অনেকে।

এই চিত্র নির্মাণে নানাবিধ সাজ সরঞ্জাম সরবরাহ করিয়াছেন :—

দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই • নিউ কর্ণওয়ালিস এক্সচেঞ্জ • নিউ রসা ইলেকট্রিক • মিলি ইলেকট্রিক ওয়ার্কস্ • চৌরঙ্গী সেল্স বুরো প্রাঃ লিঃ • মহাকালী পেন্ট ষ্টোর্স • ইয়ং বেঙ্গল ডেকরেটার্স • মনোরঞ্জন পণ্ডিত একষ্ট্রা সাপ্লায়ার্স • অটো ডিস্ট্রিবিউটার্স লিঃ • এস. পি. কুণ্ড এণ্ড সন্স • এইচ পাল এণ্ড কোঃ • অনুশীলন প্রেস • এনটার টেনার্স • সিনে সাউণ্ড • চিত্রলেখ • ডি. এস. রেকর্ডিং ইউনিট

সুব্রত মিত্র ও দেওজী ভাই।

এই চিত্র নির্মাণের প্রতি পর্বে যাঁরা আমাদের সাহায্য করেছেন তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

এই চিত্রের কথাবস্তু সম্পূর্ণ কাল্পনিক ; কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের প্রতি কটাক্ষ-পাতের উদ্দেশ্যে ছবির কোন চরিত্র বা ঘটনা রচিত নয়।

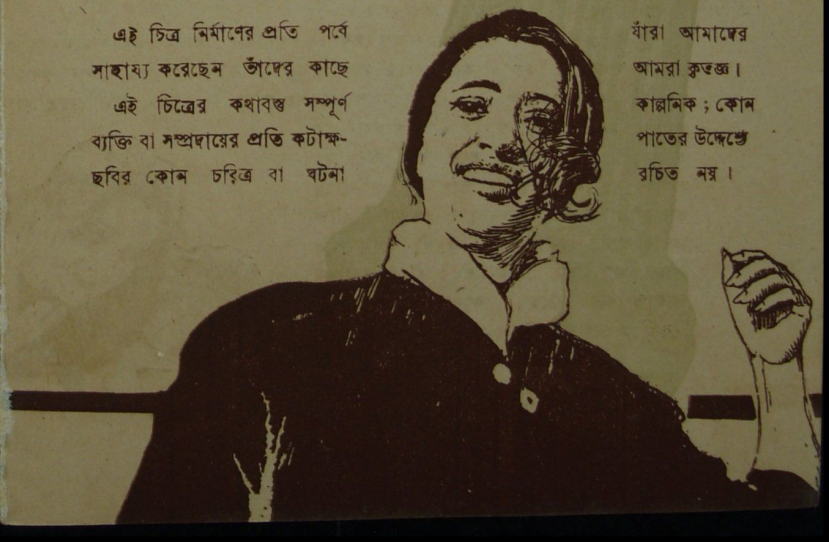

কাহিনী

সাংবাদিক তরুণের ডায়েরীর পাতায় লেখা রয়েছে অনুপম-জয়ন্তীর কাহিনী। মেজর অনুপম ব্যানার্জি ও তার স্ত্রী জয়ন্তী। ওরা ভালবেসে বিয়ে করেছিল। অনুপমের বাবার অমতে। সামরিক চাকুরীতে অনুপমের যোগ দেওয়ার মূলে ছিল জয়ন্তীর প্রেরণা। জয়ন্তী চায়নি অনুপমের জীবন পৈতৃক ব্যবসা নিয়েই কাটুক। এই কারণে শ্বশুরের স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছে জয়ন্তী।

এই ক্ষতি ওরা হাসিমুখে মেনে নিয়েছে। ওদের নব বিবাহিত জীবনের নানা রঙের দিনগুলিকে মধুময় করে তুলেছে মেজর আফতাবের অকৃত্রিম সাহচর্য ও বন্ধুত্ব। সদারসিক, সদানন্দ আফতাব ওদের বড় বন্ধু। জয়ন্তী ওর ভাবীজী।

খবরের খোঁজে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায় তরুণ। শ্রীনগর ক্লাবে ওদের প্রথম সে দেখে। ওদের সুন্দর জীবন ও সুন্দর মনের খবর খবরের কাগজে ছাপতে পারে না তরুণ, শুধু ওর মনের উপরেই ছাপ রেখে যায়। এবং নিজেও জানে না তরুণ কেমন করে সে একদিন ওদের সঙ্গে এক নিবিড় সখ্যের বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে। হাসিতে-খুসিতে ওদের দিনগুলি ভরে ওঠে।

এমনি সময়ে বেজে ওঠে রুদ্রের আহ্বান। ভারতের সীমান্ত আক্রমণ করে পররাজ্যলোভী চীন। যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সুদূর সীমান্তে শত্রুর মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াবার তলব আসে অনুপমের কাছে। বিষন্ন প্রহরে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্দেশে রওনা হয় অনুপম। জয়ন্তী কাঁদে, কী এক অজানা আশঙ্কায় তার বুক কেঁপে ওঠে। অনুপম বলে যায় সে আসবে জয়ন্তীর কাছে, নিশ্চয়ই আসবে ওই দিনটিতে—যেদিন তাদের বিয়ে হয়েছিল! তাদের বিয়ের একটি বছর ওই দিনেই পূর্ণ হবে।

এল সেই চিহ্নিত দিন। সুন্দর সাজে সেজেছে জয়ন্তী। অনুপম আসবে। সে কথা দিয়েছে আসবে। সেদিন জয়ন্তীর আনন্দের অংশীদার তরুণ ও আফতাব। অধীর প্রতীক্ষার মুহূর্তে প্রতি পল শত যুগ বলে মনে হয় জয়ন্তীর কাছে। কৈ, এখনো তো এল না অনুপম? এমনি সময়ে বাইরে এসে দাঁড়ায় মিলিটারির জীপ। ভয়দূত নিয়ে এসেছে নিদারুণ সংবাদ। "মেজর অনুপম ব্যানার্জী কীলড ইন অ্যাকশন"!

এত বড় আঘাত সইবার শক্তি নেই জয়ন্তীর। তরুণকে বলে গিয়েছিল অনুপম, জয়ন্তীকে দেখো। তরুণ কথা দিয়েছিল। এই শপথ ভুলতে পারেনি তরুণ। জয়ন্তীকে চোখে চোখে রাখে তরুণ; তার শোকসন্তপ্ত মনে ও বিড়ম্বিত জীবনে বাঁচার আনন্দটুকু ফিরিয়ে আনতে চায় তরুণ!

কিন্তু জয়ন্তী হঠাৎ তাকে কিছু না বলে নিরুদ্দেশ হয়ে পড়ে। এরপর তার দেখা যেদিন আবার পায় তরুণ, জয়ন্তী সেদিন মদের নেশায় অপ্রকৃতিস্থ। যে জয়ন্তী আগে মদ ছুঁতে চাইত না সে এমনি করে নিজেকে সুরার স্রোতে ভাসিয়ে দিল কি করে। জয়ন্তীর কাছ থেকেই সে একদিন তার উত্তর পায়। অনুপমের মৃত্যুর পর জয়ন্তীর জীবন হয়ে উঠেছিল শুষ্ক মরুভূমির মত। বাঁচবার জন্য এক ফোঁটা জল সে চেয়েছিল। ভেবেছিল মদের নেশায় বুঝি ডুবিয়ে দিতে পারবে তার সব যন্ত্রণা, জ্বালা। তা সে পারেনি, নিজেকে ও বাঁচাতে পারেনি সর্বনাশা নেশা থেকে।

জয়ন্তীকে এই অবক্ষয়ের হাত থেকে উদ্ধার করবার আপ্রাণ চেষ্টা করে তরুণ। এর জন্যে যে-কোন মূল্য দিতে সে প্রস্তুত। দিতেও হয় তাকে। তবু পারে না ধরে রাখতে জয়ন্তীকে। আবার সে পালিয়ে যায়।

আগ্রায় হঠাৎ আফতাবের সঙ্গে দেখা হয় জয়ন্তীর। তাজমহলের সামনে দাঁড়িয়ে অনুভব করে জয়ন্তী, নিজের জীবনের শূন্যতাকে মমতাজের স্মৃতি দিয়ে ভরিয়ে তুলতেন বৃদ্ধ সাজাহান। কিন্তু আঁকড়ে ধরবার মত তার রইল কী? কোথায়, কোন্ সুদূর সীমান্তের পাহাড়ের কোলে অনুপম শুয়ে আছে তা আফতাবের কাছে বার বার জানতে চায় জয়ন্তী। আফতাব বলে, সে এক দুর্গম পথের শেষ প্রান্তে। ওখানে তুমি যেতে পারবে না ভাবীজী। আফতাব বুঝতে পারেনি, কী এক কঠোর সংকল্পে কঠিন হয়ে উঠছিল জয়ন্তীর মন। জয়ন্তী আবার নিরুদ্দেশ হবার পর আফতাব আশঙ্কা করে, হয়ত তবে অনুপমের সমাধির সন্ধানে অসম্ভবের পথে পা বাড়িয়েছে ভাবীজী। তরুণ ও আফতাব জয়ন্তীর খোঁজ নেবার অনেক চেষ্টা করে। জয়ন্তী তখন ক্লান্ত পদে, ক্ষতচিহ্নিত দেহে ধীরে ধীরে লদাকের পাহাড় বেয়ে উঠছে। কোথায় রয়েছে অনুপম সে খুঁজে বের করবেই।

সংগীত

গজল : রচনা : পণ্ডিত ভূষণ।

হর ফুল হাঁস রাহা হয়
জী কো লুভা রাহা হয়
ক্যলিয়াঁ চাটক্ রাহী হয়ঁ
দিল মুস্কুরা রাহা হয়
ছায়ী হুয়ী হয় ক্যয়নী
হর চীজ প্যর জাওয়ানী
হয় দিলমেঁ ব্যস রাহি হয়
ইয়ে ম্যদ ভরী ক্যহানী
হর এক চুপ্ কে চুপ্ কে
কুছ গুনগুনা রাহা হয়
দিল মুস্কুরা রাহা হায়।

আ—তুঝ্ সা হসীন কোঈ
দেখা নহিঁ যঁাহামে
তারীফ্ তেরী ক্যরদে হিম্মত হয়
কিস্ জুবাঁ মে।
তু উয়ো হয় জিস্কা জ,লওয়া
সব কুছ্ ভুলা রাহা হয়
দিল মুস্কুরা রাহা হয়।
তা-জায়ে ইক নজর্মেঁ—
তেরা খ্যমাল ইয়ে হয়
তু কৌন হয় কাহা হয়—
সব্ কা সওয়াল ইয়ে হয়।
পঁহেলু মেঁ দরদ তেরা—
হ্যলচ্যল ম্যচা রাহা হ্যয়।
দিল মুস্কুরা রাহা হয়—
দিল মুস্কুরা রাহা হ্যয়।

(রবীন্দ্র সঙ্গীত)

ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে শুনি অতলজলের
আহ্বান।
মন রয়না, রয়না, রয়না ঘরে চঞ্চল প্রাণ
ভাসায়ে দিক আপনারে ভরা জোয়ারে,
সকল ভাবনা ডুবানো ধারায় করিব স্নান
ব্যর্থ বাসনার দাহ হবে নির্বান।
মন রয়না, রয়না, রয়না ঘরে চঞ্চল প্রাণ
ঢেউ দিয়েছে জলে—
ঢেউ দিল ঢেউ দিল ঢেউ দিল
আমার মর্মতলে।
একী ব্যাকুলতা আজি আকাশে
এই বাতাসে
যেন উতলা অপ্সরীর উত্তরীয় করে
রোমাঞ্চদান।

দূর সিন্ধুতীরে কার মঞ্জিরে গুঞ্জর তান
মন রয়না, রয়না, রয়না ঘরে চঞ্চল প্রাণ
ক্ষণে ক্ষণে মনে মনে শুনি অতলজলের
আহ্বান॥

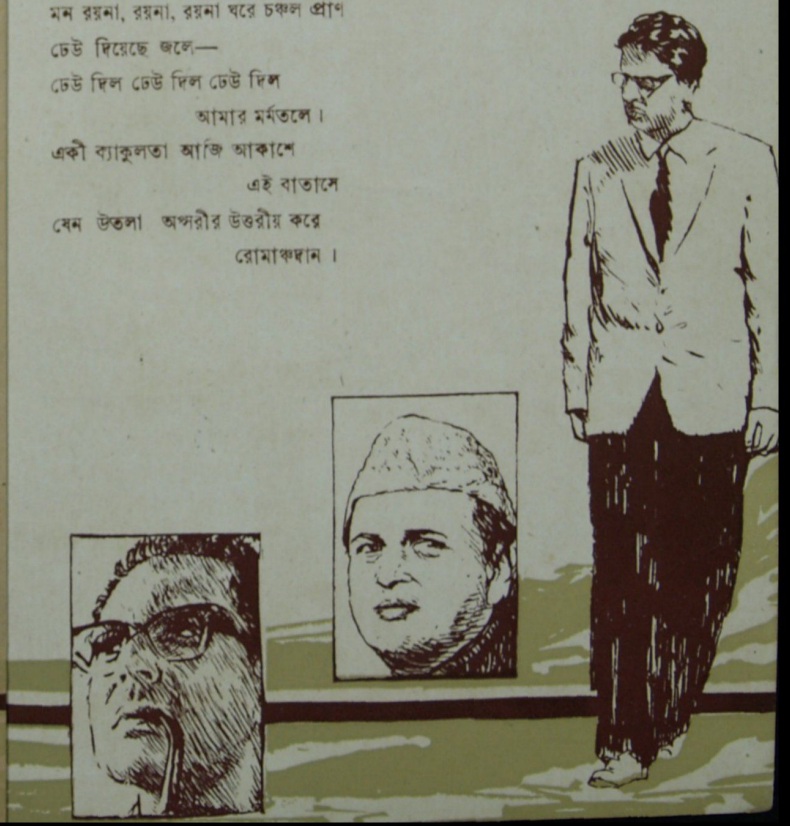

চিত্রযুগ নিবেদিত

বিমল মিত্রের

গুলমোহর

পরিচালনা

কার্তিক চট্টোপাধ্যায়

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা ১৩ হইতে মুদ্রিত